যায়যায়দিন
তারিখ ...2 6 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩ ...

এ কে এম শাহজাহান সরকার

# জিপিএ নয়, ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তি
# কলেজগুলোতে ভর্তি করানো উ

শিক্ষা জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি। এসএসসি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত লেখাপড়া করে থাকে স্কুলে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে অবশেষে এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে তারা শিক্ষার আরেক ধাপে তথা কলেজের দিকে অগ্রসর হয়।

অনেক আগে থেকেই এসএসসি পাসের পর ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে কলেজে ভর্তি হয়ে আসছে। কখন থেকে যে ভর্তি পরীক্ষার প্রচলন হয় তা বলা মুশকিল। তবে এটা নিশ্চিত যে, এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীর তুলনায় কলেজে এইচএসসির আসন সংখ্যা কম হওয়ায় এবং এসএসসি পাস করা সবারই ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহের কারণেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্ব-স্ব কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে বাধ্য হয়। আর সেই থেকেই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে আসছে।

এভাবে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু যে কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে আসছে তা কিন্তু নয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মেডিকাল কলেজ, তৎকালীন বিআইটি, বুয়েট ও বিভিন্ন ইন্সটিটিউটসহ প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু/প্রথম থেকে ইন্টারমিডিয়েট, অনার্স, মাস্টার্স ও অন্যান্য শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে আসছে।

বহু প্রাচীন, পরীক্ষিত ও চিরাচরিত নিয়মকে অবজ্ঞা করে ১৯৯৫ সালে অজ্ঞাত কারণে তৎকালীন বিএনপি সরকার প্রথমবারের মতো এক যুগে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মেডিকাল, বিআইটি, বুয়েট ও বিভিন্ন ইন্সটিটিউটসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার প্রথা বাতিল করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ/নাম্বারের ভিত্তিতে ভর্তি করার নির্দেশ প্রদান করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সরকারের সেই নির্দেশ শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো মেনে নিলেও ইউনিভার্সিটি, মেডিকাল, বিআইটি, বুয়েটসহ প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তা প্রত্যাখ্যান করে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের এমন নির্দেশ তারা মানতে বাধ্য নয় বলে জানিয়েও দেয়। সেই সঙ্গে ওইসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে।

তবে শুধু সরকারি ও বেসরকারি সব কলেজ কর্তৃপক্ষ নতুন চালু করা এসএসসি পরীক্ষার জিপিএ/নাম্বারের ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে যদিও প্রক্রিয়াটি নিয়ে কোনো কলেজ কর্তৃপক্ষই সন্তুষ্ট ছিল না। এই বিষয়টি নিয়ে তখনকার সময়ে আদালতে রিটও হয়েছিল কিন্তু ফলাফলও যা হওয়ার তাই হয়েছিল।

ইউনিভার্সিটিগুলোর কর্তৃপক্ষ সরকারের ১৯৯৫ সালের এই আদেশের ব্যাপারে বলেছিল, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা সরকারের চাপিয়ে দেয়া এই নীতি মানতে বাধ্য নয়। এই বিষয়ে সরকার তাদের অনুরোধ করলে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব বডিতে আলোচনা সাপেক্ষ বিবেচনা করে দেখবে।

পরে সরকার অবশ্য এ ব্যাপারে কলেজ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাথা ঘামায়নি। তখন ইউনিভার্সিটিগুলোর কর্তৃপক্ষও এই নীতির ব্যাপারে আর কোনো প্রকার আগ্রহ না দেখিয়ে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই অনার্স শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। সে সময় সরকারের এই নির্দেশ ইউনিভার্সিটিগুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে না মানলেও মেডিকাল কলেজও কিন্তু মানেনি। আর এতে করেই ভর্তি ক্ষেত্রে দ্বৈত পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়।

ক্ষমতার পালা বদলের পর ১৯৯৮ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপির চালু করা প্রক্রিয়াটি বাতিল করে আবার ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিধান করে। সঙ্গে সঙ্গে সব কলেজ কর্তৃপক্ষই এই বিধানকে স্বাগত জানায়। আবারো ইউনিভার্সিটিসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় কলেজে ভর্তি চলে ২০০২ সাল পর্যন্ত।

২০০১ সালে বিএনপি আবার ক্ষমতায় এলে ২০০৩ সাল থেকে কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া দ্বিতীয়বার বাতিল করে দিয়ে সেই আগের চালু করা এসএসসি পরীক্ষার জিপিএ/নাম্বারের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার নির্দেশ দেয়। ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রেও চলে রাজনীতি তথা দলীয়করণ। আমাদের দেশে এভাবেই একের পর এক চলে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন যা আমাদের কাম্য ছিল না।

তৎকালীন বিএনপি সরকার ২০০৩ সালে জিপিএ/ নাম্বারের ভিত্তিতে এইচএসসিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে যুক্তি দেখিয়েছে, পাবলিক পরীক্ষা তথা এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে হচ্ছে বিধায় এখন আর এইচএসসিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। যদিও প্রথমবার ১৯৯৫ সালে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে জিপিএ/নাম্বারের ভিত্তিতে সব ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে বললেও তখন তার কারণ ব্যাখ্যা করেনি। উল্টো ভর্তির ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতি প্রয়োগ করেছে যা কারোর কাছেই কাম্য ছিল না।

ওই সময়ে সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা প্রথা বাতিল করে জিপিএ/নাম্বারের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করেছে। অন্যদিকে এইচএসসি পাসের পর সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। আবার ডিগ্রি পাসের পর মাস্টার্স শ্রেণীতেও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ভর্তি করা হয় এমনকি মেডিকাল কলেজও সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। বর্তমান সময়ে চালু থাকা দ্বৈত পদ্ধতির একটি স্থায়ী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। অথচ আগের মতো বর্তমান সরকারও ভর্তির এ দ্বৈত নীতিটি বজায় রেখে কলেজগুলোকে ভর্তির পদক্ষেপ নিতে বলেছে।

আমাদের দেশে যেখানে শিশু শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজন সেখানে কেন কলেজ পর্যায়ে এইচএসসিতে ভর্তির জন্য জিপিএ/নাম্বারের প্রাধান্য থাকবে? শুধু শিশু শ্রেণীতেই নয় ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সব শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। জিপিএ যাদের ভালো তারাই কেন ভালো কলেজে সুযোগ পাবে? যে কোনো কারণে ছাত্রছাত্রীর জিপিএ খারাপ পারে তাই বলে তার কি ভ ভর্তির সুযোগ থাকবে না? কেন ছাত্রছাত্রীর ভালো ক সুযোগ থাকবে না?

পরীক্ষার সময় অসুস্থতার একটি পরীক্ষা খারাপ পারে। আর এই খারাপ পরীক্ষার জন্য সেই ছাত্রা খারাপ হতে পারে। ত কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তির বঞ্চিত হতে পারে না পরীক্ষার জিপিএ/নাম্বারে ভর্তির নিয়ম না থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী থাকতো তাহলে সেই ছাত্র কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্ পেয়েও যেতে পারতো গুণে। কিন্তু নাম্বারের ভি বিধান থাকায় তা আজ স



জিপিএ-৫ পেয়েও বয়স কম হওয়ার কারণে অনেকে ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে

১৯৯৫ সালে যেহেতু বিএনপি সরকার তাদে করা নতুন পদ্ধতি ভর্তির করতে ব্যর্থ হয়েছে সালে আবার শুধু ব অগ্রহণযোগ্য ও পরি চাপিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি পদ্ধতিটি সঠিকই হ ইউনিভার্সিটিসহ অন প্রতিষ্ঠানগুলো কেন গ্র আসলে এটি একটি প ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার বিধান থাক বিষয়কে উৎসাহিত করা অনেকে মনে করেন এবং অনেকাংশে সত্যও। বিষয়টি মনে হয় এই ক্ষেত্রে কোচিংকে উৎসাহিত করা হলেও বাস্তবে পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল থাকা উচি কেননা কোচিং ব্যবস্থাটি আমাদে

---

প্যালেস্টিনিয়ান গেরিলা দ
ইসলাম নামে খ্যাত জয়শ ত

## ৫ বছরের কি
## বা গ্রেফ

নির্দেশ দেন কালেক্টর।
রবিবার সাংবাদিকদের দেয়া জেলা কালেক্টর আশিস প্রচলিত আইন ও ডাক্তারি নৈ প্রাথমিক অপরাধ প্রমাণিত হ গ্রেফতারের আদেশ দেয়া হয়ে কিশোরের বাবা একজন গাই সবচেয়ে কম বয়সে সিজারিয়া সফলতার জন্য গিনেস বুকে অভিলাষে ওই ডাক্তার ও তার শ্রেণীর ছাত্র দিলিপান রাজবে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। পরে দম্পতি সে অপারেশনের ভি প্রদর্শন করলে দেশব্যাপী আলো



যৌথ বাহিনী আল কায়েদা বিরে
সোমবার বাকুবা শহরের ডিটেন
রা দেয় ইরাকি সেনারা

## আত্মঘ
## হত ৪০

সম্প্রতি কিছু সুন্নি নেতা অ বিরুদ্ধে লড়তে আমেরিকান হাত মেলানোর জের হিসেবে করা হয়েছে বলে ধারণা করা অন্যদিকে হিল্লা শহরে নতুন পুলিশ সদস্যদের সমাবেশে গাড়িবোমা হামলায় কমপ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে জন।

লেফটেনান্ট মোহাম্মদ আল দু পুলিশ সদস্যরা একাডেমি ভব জন্য দাড়িয়ে ছিল। এমন সম ভর্তি একটি গাড়ি সেখানে বিস্ফোরিত হয়।

তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা এ ব্যাপারে তথ্য দিয়েছেন। একজন জানা অফিসের সামনে হামলাকারী বিস্ফোরণ ঘটায়। আরেক বলেন, বিস্ফোরণটি ঘটেছে বা চেক পোস্টে।

*সূত্র : এএ*

## লায় নিহত

ত ও ৩ জন গুরুতর আ রের মুখপত্র নিউ পত্রিকা জানিয়েছে। ত শুক্রবার কা গেরিলারা এক ১৭ জ একাটি গ্রুপগুলে সুনির্দিষ্টভাবে র নাম উল্লেখ কা